অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ
(Important Concepts of Economics)

ইউনিট ২

ভূমিকা

অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই ইউনিটে সম্পদ ও দ্রব্যের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ, সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন; আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ২.১: সম্পদ ও সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

পাঠ ২.২: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ

পাঠ ২.৩: আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

পাঠ ২.১ সম্পদ ও সম্পদের শ্রেণিবিভাগ
Resource and Classification of Resource

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সম্পদের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে।

মূলপাঠ

সম্পদ

সাধারণত আমরা সম্পদ বলতে টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পত্তিকে বুঝি। যেমন- আমরা বলে থাকি জনি সাহেব অনেক টাকা-পয়সার মালিক। তার অনেক সম্পদ। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে অর্থনৈতিক দ্রব্যকে বুঝায়। অর্থনীতিবিদমদের দৃষ্টিতে, "সম্পদ হচ্ছে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি যাদের বিনিময় মূল্য আছে।" যেমন-ঘরবাড়ি, টিভি-ফ্রিজ, জমি-জমা ইত্যাদি বস্তুগত সম্পদ। অন্যদিকে ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের শিক্ষাদান ইত্যাদি অবস্তুগত সম্পদ। উপরের জিনিসগুলো পেতে আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হয় যা বিনিময় মূল্য হিসেবে পরিচিত। অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ বলে গণ্য হতে হলে এর চারটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১। **উপযোগঃ** উপযোগ হচ্ছে মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা। কোনো দ্রব্যের উপযোগ না থাকলে কেউই সেই দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করবে না এবং সেই দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থ ব্যয় করতে চাইবে না। সুতরাং সম্পদের উপযোগ বা অভাব পূরণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। **অপ্রাচুর্যতাঃ** কোনো দ্রব্যের উপযোগ থাকলেই যে মানুষ অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহি হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমনঃ বাতাস, নদীর পানি, সূর্যের আলোর উপযোগ আছে, কিন্তু এসবের যোগান অসীম হওয়ায় এদের বিনিময় মূল্য নেই। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকবে।

৩। **হস্তান্তরযোগ্যতাঃ** সম্পদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্যতা। সাধারণ অর্থে হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে কোনো দ্রব্যের এক স্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তন বুঝায়। যেমন- বাড়ি বা জমি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরানো যায় না; কিন্তু বিক্রির মাধ্যমে মালিকানার পরিবর্তন সম্ভব। তাই বাড়ি বা জমি সম্পদ।

৪। **বাহ্যিকতাঃ** অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ হতে হলে সেসব দ্রব্যের বাহ্যিকতা বা বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকতে হবে। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, ডাক্তারের সেবা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ সম্পদ নয়। যেমন-কবির প্রতিভা, মায়ের স্নেহমমতা, ডাক্তারের দক্ষতা ইত্যাদি সম্পদ নয়।

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সম্পদ কত ধরণের হতে পারে তা জানতে হলে কিসের ভিত্তিতে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করা হচ্ছে তা জানা দরকার। সাধারণত উৎস বা উৎপত্তির দিক হতে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১। প্রাকৃতিক সম্পদ: প্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে যেসব দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন- ভূমি, পানি, জলবায়ু, গাছপালা, নদ-নদী, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

২। মানবিক সম্পদ: মানুষের মানবীয় বা ভিতরের গুণাবলিকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন-স্বাস্থ্য, উদ্যম, বুদ্ধি, দক্ষতা, সততা ইত্যাদি। তবে এগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিক সত্তা নেই বলে অর্থনীতিতে এদের সম্পদ বলা হয় না।

৩। মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ: মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে সেই সম্পদ যা প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে। যেমন- ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি।

মালিকানার দিক হতে সম্পদকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

১। ব্যক্তিগত সম্পদ: ব্যক্তির মালিকানায় যেসব সম্পদ রয়েছে তাই হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ। যেমন- গাড়ি-বাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

২। সমষ্টিগত সম্পদ: যেসব সম্পদের মালিকানা সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে থাকে সেসব সম্পদকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত সম্পদ ও সরকারি সম্পদ একত্রে মিলে সমষ্টিগত সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন- রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি।

৩। জাতীয় সম্পদ: জাতীয় সম্পদ মূলত: ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। যেমন-জনগণের সুনাম, কারিগরি সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্গত।

৪। আন্তর্জাতিক সম্পদ: আন্তর্জাতিক সম্পদ হচ্ছে সেই সম্পদ যার মালিকানা ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রের নয় বরং পৃথিবীর সব দেশ তা ভোগ করতে পারে। যেমন- সাগর, মহাসাগর, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	
প্রাকৃতিক গ্যাস, সুন্দরবন, বুদ্ধি, একজন বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ক্লিনিক এগুলো কোন ধরণের সম্পদ?	

দ্রব্য

বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সম্পদকে দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত সম্পদের মানুষের তৃপ্তি পূরণের সামর্থ থাকে তাদেরকে দ্রব্য বলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চেয়ার, টেবিল, ভূ-উপরিস্থ এসব কিছুই বস্তুগত দ্রব্য। আবার ব্যবসায়ের সুনাম, মানুষের মানবীয় গুণাবলি, আলো, বাতাস এগুলো হচ্ছে অবস্তুগত দ্রব্য।

মুক্ত দ্রব্য বা অবাধলভ্য দ্রব্য: যে সমস্ত দ্রব্যের যোগান অসীম সেগুলো হচ্ছে মুক্ত দ্রব্য বা অবাধলভ্য দ্রব্য। যেমন-সূর্যের আলো, বাতাস, বৃষ্টি, নদীর পানি ইত্যাদি। এসব দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক দ্রব্য: যে সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না অর্থাৎ যোগান সীমিত সেসব দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, শহরে পানির সরবরাহ, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এ সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য বা দাম দিতে হয়।

হস্তান্তরযোগ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য: যেসব দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় তা হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। উদাহরণস্বরূপ- বাড়ী-ঘর, জমি, গাড়ী, বইপত্র ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না সেসব দ্রব্য হচ্ছে অ-হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। যেমন- মানুষ তার নিজের ভেতরের গুণাবলি অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করতে পারে না। আবার যে সমস্ত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে সেগুলো হচ্ছে মূলধনী দ্রব্য। জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

ভোগ্য দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য: যেসব দ্রব্য ভোক্তা তাঁর অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করে তা হচ্ছে ভোগ্য দ্রব্য। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য, পানি, ঘর-বাড়ি, বস্ত্র, বই, কলম ইত্যাদি দ্রব্যের কথা বলা যায়। অন্যদিকে যেসব দ্রব্য পরবর্তীতে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মূলধনী দ্রব্য বলা হয়। যেমন- ভূমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	
সমুদ্রের পানি, গহনা, ট্রাক্টর, টেলিভিশন, প্রতিভা এসব দ্রব্যের কোনটি কোন প্রকৃতির তা লিখুন।	

সারসংক্ষেপ:

- উৎসের দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা- (১) প্রাকৃতিক সম্পদ (২) মানবিক সম্পদ (৩) মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ।
- মালিকানার দিক থেকে সম্পদ চার প্রকার। যথা- (১) ব্যক্তিগত সম্পদ (২) সমষ্টিগত সম্পদ (৩) জাতীয় সম্পদ (৪) আন্তর্জাতিক সম্পদ।
- বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সম্পদকে দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত সম্পদের মানুষের তৃপ্তি পূরণের সামর্থ থাকে তাদেরকে দ্রব্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি সম্পদ বহির্ভূত?

ক. যন্ত্রপাতি খ. খনিজ দ্রব্য গ. শিক্ষকের দক্ষতা ঘ.কবির উপন্যাস সমগ্র

২. অর্থনীতিতে সম্পদ হচ্ছে–

i. যার উপযোগ আছে
ii. যার প্রাচুর্যতা আছে
iii. যার বাহ্যিকতা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জিতু মালয়শিয়ায় গিয়ে শারিরীক দক্ষতা দিয়ে কাজ করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে এবং তা নিজ দেশে পাঠাচ্ছে।

৩। জিতুর এই শারিরীক দক্ষতা কোন ধরণের সম্পদ?

ক. ব্যক্তিগত খ. মানবিক গ. প্রাকৃতিক ঘ. সমষ্টিগত

৪। এ ধরণের সম্পদে যে বৈশিষ্ট্য থাকে না–

i. হস্তান্তরযোগ্যতা
ii. উপযোগ
iii. বাহ্যিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ২.২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ
Economic Resources of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক সম্পদ মূলত: (১) প্রাকৃতিক, (২) মানবিক ও (৩) মূলধনী– এই তিন ধরণের হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যারা প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীল। বাংলাদেশেও প্রকৃতিগতভাবে কিছু অর্থনৈতিক সম্পদ আছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

ক. কৃষি সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রধানত কৃষিভিত্তিক এবং এ দেশের ভূমি কৃষির জন্য খুবই উর্বর। এ দেশে ২২ মিলিয়ন একর কৃষি জমি রয়েছে। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শিল্পক্ষেত্রে ইহা কাঁচামাল ও শ্রমিক সরবরাহ করে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন, জ্বালানি শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করা হয় কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করার মাধ্যমে। এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, পাট, ডাল, আলু, চা, তামাক, আলু, তৈলবীজ, রেশম প্রভৃতি কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হয়।

খ. খনিজ সম্পদ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ দ্রব্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ দিক দিয়ে বাংলাদেশ খুব একটা সমৃদ্ধ নয়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ভৌগোলিক জরিপের মাধ্যমে এ দেশে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এ দেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদের বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস:** বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত ২৪টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান গ্যাসক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- তিতাস, বিয়ানীবাজার, জালালাবাদ, কৈলাসটিলা ও ছাতক। ২২টি গ্যাসক্ষেত্রে মোট মজুদের পরিমাণ ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সার কারখানায় কাঁচামালের এবং বাণিজ্যিক, কলকারখানা ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস গ্যাস।

২. **কয়লা:** বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী ও দিঘীপাড়া, রংপুর জেলার খালাশপীর ও জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে কয়লা, সিলেট ও রাজশাহীতে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **চুনাপাথর:** সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট, লালঘাট, ভাঙ্গারহাট, জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিমেন্ট, গ্লাস, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে এবং গৃহ নির্মাণে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

৪. **চীনামাটি:** চীনামাটি প্রধানত: টাইলস, সিরামিকের জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ময়মনসিংহ জেলার বিজয়পুর এবং নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামাটির খনি রয়েছে।

৫. **সিলিকা বালু:** এটি প্রধানত: কাঁচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, রং ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, জামালপুর ও কুমিল্লা জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়।

৬. **খনিজ তেল:** বাংলাদেশে এখনও উল্লেখযোগ্য খনিজ তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়নি। সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া, দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রামে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

৭। **কঠিন শিলা:** রংপুরের রানীপুকুর ও দিনাজপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। রেললাইন, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি কাজে কঠিন শিলার প্রয়োজন হয়।

৮। **তামা:** রংপুর জেলার রানীপুকুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাস্তরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মুদ্রা, বাসন-কোসন ইত্যাদি তৈরিতে তামার প্রয়োজন।

গ. বনজ সম্পদ

একটি দেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদ সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি দেশের মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে বনভূমি মোট ভূমির ১৭ ভাগ যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ দেশের বনভূমি অঞ্চলকে প্রধানত: ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সুন্দরবন: বাংলাদেশের প্রধান বনভূমি সুন্দরবন। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার। এই বনাঞ্চলকে ম্যানগ্রোভ বনভূমি বলা হয়। এ বনভূমিতে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মে। তাছাড়াও গোলপাতা, মধু, মোম, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বন থেকে আহরণ করা হয়। এ বনভূমিতে বাঘ, কুমির, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখি রয়েছে।

(২) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ী বনভূমি: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ এর বনভূমি পাহাড়ী বনভূমির অন্তর্গত। এ অঞ্চলের বনভূমিকে চিরসবুজ বনভূমিও বলা হয়। এ বনভূমিতে সেগুন, গর্জন, গামারি, চাপালিশ, জারুল, বাঁশ, বেত, শিমুল প্রভৃতি গাছ বিপুল পরিমাণে জন্মায়। এ বনভূমিতে রয়েছে হাতি, হরিণ এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখি।

(৩) শাল ও ভাওয়াল বনভূমি: প্রধানত: গাজীপুর জেলার ভাওয়াল গড়, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড়, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা জেলায় এ ধরণের বনভূমি রয়েছে। তাছাড়াও দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁতে এ ধরনের বনভূমির অস্তিত্ব রয়েছে। এ বনভূমির মোট আয়তন ১২০০ বর্গকিলোমিটার। এ বনভূমিতে শাল, গজারি ও কড়ই গাছ জন্মায়।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পানি সম্পদ অন্যতম। দেশের অর্থনীতি পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ এ পানি সম্পদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বিভিন্ন নদ-নদী এ দেশের পানি সরবরাহের প্রধান উৎস। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে এ দেশে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের একটি প্রধান উৎস। তাছাড়া, বৃষ্টির পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি এ দেশের পানির চাহিদা অনেকটা পূরণ করে।

মৎস্য সম্পদ

মাছ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ। এ দেশের ১২ লাখ লোক প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য খাতে নিয়োজিত আছে। মৎস্য সম্পদ এ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের ৪.৭ ভাগ, রপ্তানি আয়ে ৯.১ ভাগ এবং প্রাণীজ প্রোটিনের ৮০ ভাগ পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, বিভিন্ন কুটির শিল্প এবং হাঁস-মুরগীর খামারে মাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়।

শক্তি সম্পদ

একটি দেশের কৃষি ও শিল্পকারখানা ভিত্তিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে শক্তি সম্পদ। বিভিন্ন উৎস হতে শক্তি পাওয়া যায়। শক্তির উৎসগুলো হচ্ছে বায়ু, পানি ও বিদ্যুৎ। আবার, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয় কয়লা, গ্যাস, খনিজ তেল, সৌরশক্তি ও আণবিক শক্তি থেকে।

বাংলাদেশ কয়লা ও খনিজ তেলের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনে খুব সমৃদ্ধ নয়। তবে পানি সম্পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে দেশে সৌরশক্তির উৎপাদন কিছুটা শুরু হয়েছে। তাছাড়া জৈব আবর্জনা যেমন-মৃত গাছপালা ও প্রাণী, গো-সার থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা হয়। এ বায়োগ্যাসের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ৮৯% শক্তির উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বাকিটুকু উৎপাদিত হয় জ্বালানি তেল, কয়লা ও পানি থেকে। পানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে পানি বিদ্যুৎ বলে। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত। গ্যাস, কয়লা, তেলের উৎপাদিত বিদ্যুৎকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। এ দেশে খনিজ তেল দ্বারা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে:

১। ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
২। ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
৩। সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী
৪। গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা

এবং গ্যাস দ্বারা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে:

১। আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২। ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী
৩। সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
৪। শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট
৫। চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পারমাণবিক শক্তি সম্পদ

বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প স্থাপন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এই পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পটি স্থাপিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রকল্পটির দু'টি ইউনিটের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট এবং বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ২.৪ গিগাওয়াট (উৎস: উইকিপিডিয়া)। ২০২৩ সালে এই প্রকল্পটির উৎপাদন কাজ শুরু হবে।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক সম্পদ মূলত: (১) প্রাকৃতিক (২) মানবিক (৩) মূলধনী- তিন ধরণের হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে কৃষিজ, খনিজ, বনজ, পানি, মৎস্য ও শক্তি সম্পদ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক সম্পদ প্রধানত কয় ধরনের?
ক. পাঁচ খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

২. বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কত ভাগ–
ক. ২১ ভাগ খ. ২৫ ভাগ গ. ৩০ ভাগ ঘ. ১২ ভাগ

৩. বাংলাদেশে পানির উৎসগুলো হচ্ছে–
i. পুকুর, খাল-বিল, নদ-নদী
ii. বৃষ্টিপাত
iii. ভূগর্ভস্থ পানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ২.৩ আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
Income, Consumption, Savings and Investment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আয়

সাধারণভাবে আয় বলতে কোন ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা কোনো কাজে নিয়োজিত থেকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পায় তাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে আয় শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয় বলতে বোঝায় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য। অর্থাৎ সম্পদ হতে আয়ের সৃষ্টি হয়। যেমন- বাড়ি হচ্ছে সম্পদের উদাহরণ। এ বাড়ি হতে বাড়ির মালিক যে ভাড়া পায় তা হচ্ছে বাড়ির মালিকের আয়।

ভোগ

মানুষের জীবনে 'ভোগ' শব্দটি অতি পরিচিত। জীবন ধারণের জন্য আমাদের সবাইকে দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে হয়। দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে আমরা উপযোগ পাই। উপযোগ হচ্ছে কোন দ্রব্য বা সেবার অভাব পূরণের ক্ষমতা। আর ভোগ হচ্ছে ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করা। কোনো দ্রব্য বা সেবা ভোগ করার ফলে দ্রব্যটির উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, আপনি একটি কলা খাচ্ছেন। কলাটি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কলাটির আর উপযোগ থাকে না। সুতরাং সাধারণভাবে ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্য বা সেবার নিঃশেষ করা বা ধ্বংস করা বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভোগ বলতে মানুষের অভাব মেটানোর জন্য দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়।

আবার উপযোগ নিঃশেষ হলেই ভোগ বলা যাবে না। ধরুন, আপনি এক গ্লাস পানি পান করার জন্য হাতে নিয়েছেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত হঠাৎ গ্লাসটি হাত থেকে পড়ে গেল। এতে পানির উপযোগ নষ্ট বা ধ্বংস হল ঠিকই কিন্তু আপনার ভোগ হলো না। সুতরাং মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোনো দ্রব্য ও সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপযোগ নিঃশেষ করাকেই ভোগ বলা হয়।

সঞ্চয়

সঞ্চয়ের অর্থ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। কেউ মনে করে সঞ্চয় হচ্ছে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা। আবার কেউ মনে করে শেয়ার, বন্ড কিনে রাখা অথবা পেনশন ফান্ডে টাকা জমা রাখা। মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। অর্থনীতির ভাষায়, আয়ের যে অংশটুকু বর্তমান ভোগে ব্যয় না করে ভবিষ্যৎ ভোগে ব্যয় করার জন্য জমা রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। যেমন, একজন ব্যক্তির এক মাসের বেতন বিশ হাজার টাকা। এখন ঐ ব্যক্তি যদি পনেরো হাজার টাকা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং বাকি পাঁচ হাজার টাকা ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখেন তাহলে এই পাঁচ হাজার টাকা তার সঞ্চয়। এখন আমরা আয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের ধারণা একটি সমীকরণ দিয়ে দেখাতে পারি যা নিম্নরূপ:

$$S = Y - C$$

এখানে,

S = সঞ্চয়

Y = আয়

C = ভোগ ব্যয়

বিনিয়োগ

অনেকেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ধারণাকে একই অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সঞ্চয় বিনিয়োগের উপকরণ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সঞ্চয় যখন মূলধনী দ্রব্য হিসেবে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মূলধন দ্রব্যের সাথে যে পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য যোগ করা হয় তার পরিমাণই হচ্ছে বিনিয়োগ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একটি ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পুরানো যন্ত্রপাতির সাথে আরও কিছু নতুন যন্ত্রপাতি যোগ করা হলো। এসব নতুন নিযুক্ত যন্ত্রপাতিই হচ্ছে ফ্যাক্টরীটির বিনিয়োগ। আবার, আপনার একটি দোতলা বাড়ি আছে। বাড়িটি থেকে আরও ভাড়া পাবার জন্য আপনি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে তিনতলা বানালেন। এই পাঁচ লাখ টাকাই তিনতলা করার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ।

সারসংক্ষেপঃ

- আয় হচ্ছে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য।
- অভাব মেটানোর জন্য কোনো দ্রব্য বা সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ ধ্বংস বা নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।
- যখন কোনো সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্য হিসেবে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তা বিনিয়োগে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আয় ও ভোগ ব্যয়ের পার্থক্যকে কি বলে?

ক. বিনিয়োগ খ. মূলধন গ. সঞ্চয় ঘ. মুনাফা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাকিল সাহেব কয়েক বছরে ৩ লাখ টাকা জমিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি এ টাকা দিয়ে তার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য বিভিন্ন ধরণের মেশিন কিনেছেন।

২. শফিক সাহেবের উক্ত মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতির ভাষায় কি বলে?

ক. মূলধন খ. সঞ্চয় গ. আয় ঘ. বিনিয়োগ

৩. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক?

i. সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ কমে

ii. সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে

iii. সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগ কমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রায়ান সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তার ঢাকা ও মানিকগঞ্জে কাপড়ের দোকান রয়েছে। তিনি তার মেধা ও শ্রম দিয়ে নারায়ণগঞ্জে আরও একটি কাপড়ের দোকান খুলেন। তার এই দোকানগুলোতে প্রায় ১০০ লোক কাজ করে। তার এই ব্যবসা যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

ক. সম্পদ বলতে কি বোঝায়?

খ. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিন।

গ. উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগের কি ধারণা পেলেন।

ঘ. রায়ান সাহেবের ব্যবসায়ের সুনাম অর্থনীতিতে সম্পদ কিনা সে বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

২। ঐশী তার বাবার সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। একদিন বিকেলে রাস্তার পাশ দিয়ে বাবার সাথে হাঁটার সময় দেখে একটি টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়ছে। স্থানীয় একটি ছেলে ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে টিউবওয়েলের কাছে ধরার সাথে সাথেই আগুন জ্বলে ওঠে। ঐশী বাবাকে এটি কেন হচ্ছে প্রশ্ন করায় বাবা বললেন, নিশ্চয়ই কোন গ্যাসীয় পদার্থ পানির সাথে মিশেছে বলে এ ঘটনা ঘটছে।

ক. জাতীয় সম্পদ কি?

খ. সমষ্টিগত ও জাতীয় সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

গ. ঐশীর দেখা সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. 'বাংলাদেশের উন্নয়নে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার খুবই প্রয়োজন'—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

৩। জাকিয়া তার অভাবের সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ের সেবাযত্ন ও পারিবারিক যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করেন। তার স্বামী একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন। ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগায় জাকিয়ার স্বামী সেখানে মারা যান। জাকিয়া পরবর্তীতে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে সংসারটি কোনোভাবে চালিয়ে নেন।

ক. আয় ও ভোগের মধ্যে পার্থক্য কি?

খ. জাকিয়া সংসারে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল কাজ করতো, সেগুলো কোন ধরণের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত তা লিখুন।

গ. সম্পদের হস্তান্তরযোগ্যতা কি তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জাকিয়া পরবর্তীতে সংসারের জন্য যে দায়িত্ব পালন করে তা অর্থনীতিতে কি ভূমিকা রাখে- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ২.১:	১। গ	২। খ	৩। খ	৪। খ
পাঠ ২.২:	১। গ	২। ক	৩। ঘ	
পাঠ ২.৩:	১। গ	২। ঘ	৩। গ	